

## ইউনুস, আমাদের স্বপ্নযাত্রার প্রথম সাড়েও

### কাজী জহিরুল ইসলাম

দুবাই থেকে আক্রা আট ঘন্টার বিমানপথ। আক্রায় এক ঘন্টার যাত্রাবিরতি। এরপর আরো এক ঘন্টার উড়াল, তারপর আমার গন্তব্য আবিদজান শহর। এই মুহূর্তে আমার পাশে যে মানুষটি বসে আছেন তার নাম চার্লস ব্রাউন অফি। ঘানার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। সাড়ে ছয়ফুট লম্বা। যতোটা লম্বা, চওড়া তার চেয়ে একটুও কম হবে বলে মনে হয় না। লাঙ্গলের ফলার মতো একগুচ্ছ দাঁত বিমানের জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা সকালের রোদে ঝিলিক মারছে, নিচের ঠোঁটটি গুটানো কব্জলের মতো বুলে আছে খুতনির ওপরে। গড়াতে গড়াতে মানুষটি এসে যখন আমার পাশের সিটে থপ করে বসে পড়লেন আমার গলায় বুঝি তখন ফাস লাগলো। আমি হাসফাস করতে শুরু করলাম। একটা বোঁটকা গন্ধে নাড়ি-ভূড়ি গুলিয়ে উঠছে। সামনে লম্বা পথ, পাশে এক আজাবা। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য।

যে কোন অসুখেরই সবচেয়ে বড় অযুধ হচ্ছে সময়। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর আন্তে আন্তে বোঁটকা গন্ধ এবং চেপে ধরা গোশতের আক্রমণ দুটোই সহনীয় হয়ে এলো। লোকটি তখন লাঙ্গলের ফলা দেখিয়ে, গোলাপি মাড়ি দেখিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কাজী। একসঙ্গে যখন কাটাতে হবে আটটি ঘন্টা ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কথা বলতে গিয়ে টের পেলাম চার্লস অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন ব্যবসায়ী। নানান বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান। বিশেষ করে সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দেশে কফি আনানের জনপ্রিয়তা কেমন? ও বললো, ভীষণ। কফি আনান ঘানার জীবন্ত কিংবদন্তি। তার নামে আক্রায় ‘কফি আনান আন্তর্জাতিক শান্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ স্থাপিত হয়েছে। ঘানার আবালবৃদ্ধবগিতা সবাই তাকে ভালোবাসে। দেখলাম, চার্লসের চোখে-মুখে কফি আনানের প্রতি প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। এই মানুষটিই ঘানাকে আন্তর্জাতিকভাবে এতো পরিচিতি এনে দিয়েছে। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব হিসাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন। এরপরেই আমি আসল কথাটি ওকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি মনে করো কফি আনান রাজনীতি করবেন? তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হলে মানুষের ভাগ্য খুলে যাবে, কি বলো? চার্লসের তিনমণি শরীর মুহূর্তের মধ্যে বিমান কাঁপিয়ে দুলে উঠলো। অসম্ভব, তিনি কিছুতেই রাজনীতিতে যাবেন না। তিনি রাজনীতিবিদদের অভিভাবক। রাজনীতিতে যাওয়া তার জন্য অবমূল্যায়ন। কেউতো আর নিচে নামতে চায় না।

তিন সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে ঢাকা থেকে ঘুরে এলাম। ঢাকায় এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ড. ইউনুসের রাজনীতিতে আগমন। তার এই আগমনকে আমি নিজেও স্বাগত জানিয়েছি। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব হননি কিন্তু কফি আনানের মতোই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ইউনুসের নোবেল জয় বাঙালীর বিশ্বজয়েরই শামিল। স্বাধীনতার পর এতো বড় আনন্দের ঘটনা বাংলাদেশীদের জীবনে আর ঘটেনি। ঘানার মানুষ কফি আনানকে রাজনীতিতে দেখতে চায় না, কারণ ওখানকার রাজনীতি প্রশংসিত হয়নি। আমাদের রাজনীতি গত ৩৫ বছরে ক্রমাগত কলুষিত হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রায় পাকাপাকিভাবে কায়ম করে ফেলেছি। স্বৈচ্ছাচারিতা, দূনীতি, নেপোটিজম, অবৈধ বিভূ-বৈভবের মোহ আমাদের রাজনীতিকে ক্রমশ গ্রাস করে ফেলেছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে খুব শিগগীরই বাংলাদেশে হয়ত একটি শান্তি-রক্ষা মিশন করার কথা

জাতিসংঘকে ভাবতে হবে। মাথাপিছু গড় আয় বাড়ার পাশাপাশি যদি দারিদ্রের হার আনুপাতিক হারে না কমে তাহলেতো এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে সেই বাড়তি আয়ের মালিক হাতে গোনা কয়েকজন বা কয়েকটি পরিবার। এই পরিবারগুলো কিন্তু আর কিছুদিন পর সুখে-শান্তিতে তাদের সম্পদ ভোগ করতে পারবে না। নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষের স্রোত তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে, তাদের সম্পদ কেড়ে নেবে। এভাবেই দেশ একটি অবিরাম সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাবে। আর তখন জাতিসংঘকে ডাকা ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প থাকবে না। এজন্যই অসততা এবং দুর্বৃত্তায়নের হাত থেকে রাজনীতিকে বের করে আনা খুবই জরুরী। দেশে এখন সেই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের একজন নেতার প্রয়োজন, যিনি নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা করবেন। যে রাজনীতি হবে নীতিনির্ভর, পরিবার বা ব্যক্তিনির্ভর নয়। সেই নীতির প্রথম শর্তই হতে হবে দূনীতি এবং দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ। সারা পৃথিবী এখন অর্থনীতি নির্ভর রাজনীতি করেছে। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির রাজনীতি থেকে পৃথিবীর মানুষ বেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই। বিশ্বরাজনীতি এখন আবর্তিত হচ্ছে অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। জাতিকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে হলে আমাদেরকে রাজনীতির এই ভেদ বুঝতে হবে। সেরা দূনীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত। কোনরকমে ধামাচাপা দিয়ে এই অপবাদ ঘুচিয়ে ফেললেই সমস্যার সমাধান হবে না। দরকার একটি টেকসই এবং কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন যাতে দূনীতিকে শেকড়শুদ্ধ উৎপাটন করা যায়। যাতে দূনীতি আর কোনদিন এই গাঙ্গেয় বদ্বীপে মথাচারা দিয়ে উঠতে না পারে। দূনীতিকে জিইয়ে রেখে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। আর এই সমস্যার সমাধান করে দেশকে প্রকৃত উন্নয়নের সোপানে এনে দাঁড় করাতে পারে একমাত্র সং ও নিষ্ঠাবান রাজনীতি। আমাদের প্রচলিত রাজনীতি এতোটাই কলুষিত একে মেরামত করতে গেলে কব্বলের লোম বাছার মতো দশা হবে। প্রয়োজন নতুন ধারার রাজনীতির ডাক দেওয়া।

প্রচলিত ধারা থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন ধারার এই রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়েছেন ড. ইউনুস। এখনো পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে তাকে আমরা অবিশ্বাস করতে পারি। এখন কথা হচ্ছে তিনি কি সফল হবেন? এর উত্তরতো আমাদের কাছেই। আমরা সহযোগীতা করলেই তিনি সফল হবেন।

বাজারে তার সম্পর্কে কিছু কথা বেরিয়েছে। যেমন: তিনি নরওয়েজিয়ান কম্পানি টেলিনরকে গ্রামীন ফোনের ৯৫ শতাংশ শেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি মার্কিনীদের তাবেদার, তাদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য রাজনীতিতে নেমেছেন, তিনি ক্ষমতায় যেতে পারলে ভারতকে বহুল আলোচিত ‘পাইপলাইনে গ্যাস’ দিয়ে দেবেন। সারা পৃথিবীতেই রাজনীতিবিদদের নিয়ে গুজবনির্ভর সমালোচনা হয়, আমাদের উপমহাদেশে হয় সবচেয়ে বেশি। এখন ড. ইউনুসের উচিত হবে এইসব সমালোচনার জবাব দেয়া। এগুলি যদি সত্যি না হয়, এগুলি যদি কেবল গুজব হয়, তাহলে তাকে এইসব খন্ডন করতে হবে। ‘আমি কথাকাটাকাটির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না’ একথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এটা তাকে বুঝতে হবে। আমার মতো আরো কোটি বাঙালী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদেরকে তিনি হতাশ করবেন না, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

গত দুই দশক ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে ড. ইউনুসের প্রতিটি কথা শুনি, প্রতিটি লেখা পড়ি। সেইসব কথায়, লেখায় স্বপ্ন ছড়ানো থাকে। আমি নিজেও একজন স্বপ্নচারী মানুষ। সবসময় স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশে কোন দরিদ্র মানুষ নেই, বস্তি নেই, ভিক্ষুক নেই, শহরে নোংরা আবর্জনা নেই, বনভূমিগুলো আরো অনেক সবুজ হয়ে উঠেছে, জলাশয়গুলোতে মাছেদের অবাধ সাঁতার, শহরের রাস্তার পাশের গাছগুলোতে পাখিদের অভয়ারণ্য। উন্নত দেশগুলোর মতো মানুষ উদয়াস্ত ছুটছে কাজের পেছনে, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন হতে পারছে। দোকানিরা ভেজাল পণ্য বিক্রি করছে না, কিভাবে মানুষকে

ঠকাতে হয় সেটা ভুলে গেছে সবাই। আমাদের মাথাপিছু আয় পৌছে গেছে কুড়ি হাজার ডলারে। সবুজ পাসপোর্টে ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে ভিসা লাগছে না। আমাদের স্বপ্নের এই বাংলাদেশ গড়া অসম্ভব কিছু নয়। এদেশের মানুষের মধ্যে যে আবেগ আছে, এটাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে মাত্র দুই দশকেই আমরা এমন একটি বাংলাদেশ নির্মাণ করতে পারবো। প্রয়োজন শুধু রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা। আর সেজন্যে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। ড. ইউনুস, আপনিই হোন আমাদের সেই স্বপ্নযাত্রার প্রথম সাড়েঙ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭